ক্যান্সার, LUSOM এবং চেতনা প্রসঙ্গে কিছু কথা

বছর তিনেক আগে LUSOM নামের একটি ক্ষুদ্র দলের কথা জানতে পারি। ওরা ক্যান্সার বিষয়ক গবেষণার সহায়তায় তহবিল সংগ্রহ এবং এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে স্থানীয় একটা স্কুল চত্বরে চা-চক্র এবং কিছু সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কর্মের আয়োজন করেছিল। নিশ্চিত করে বলতে পারবনা যে ওই আয়োজনের উপলক্ষ নাকি ওদের বিশুদ্ধ আন্তরিকতা নাকি অতি পরিচিত কিছু মুখকে এরকম একটা আয়োজনের অনুঘটক হিসেবে আবিষ্কার করা, কোনটা বেশী ভালো লেগেছিল। তার পর থেকে প্রতি বছর LUSOM এর ওই আয়োজন এবং অবিমিশ্র আন্তরিকতার পুনরাবৃত্তি আমার মত অনেকের সমাজ-সচেতনতায় প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

সত্যি বলতে, ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির মোহে মাঝ-জীবনে দেশ পালানো বিভাজিত মনের মানুষদের মধ্যে আমিও একজন। প্রায় দেড় যুগ আগে স্থায়ী ভাবে এখানে চলে আসার পর নিজেকে নামহীন-গোত্রহীন বলে মনে হয়েছিল। ছেড়ে আসা দেশ, মানুষ, আনন্দ, মমতা, শঠতা সব দীর্ঘসময় ধরে মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এতটাই যে এখানকার পরিবেশ, মানুষ, ওদের সুখ, দুঃখ, এসবের থেকে নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়েছিল। পারিপার্শ্বিক সামগ্রীকতায় অংশ গ্রহণের কথা তেমন করে মনেই আসেনি।

যা হোক, চেতনার বিবর্তন বলতে একটা বস্তু আছে। আকাঙ্ক্ষা এবং চলমান বাস্তবতা সমান্তরালে স্থাপিত আয়নার মত না হলেও, বৈচিত্রময় জীবনযাত্রার ক্রমায়ত, জীবিকা যুদ্ধ, পরবর্তী প্রজন্মের বেড়ে ওঠা, সবকিছুর মধ্য দিয়ে এখানকার মানুষ, সমাজ, পরিবেশ, প্রকৃতি, সবকিছু মনের মধ্যে মোটামুটি একটা অবস্থান করে নিয়েছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলশ্রুতিতে পারিপার্শ্বিকতার প্রতি এক ধরনের সহমর্মিতা তৈরি হয়েছে।

জনকল্যাণ বা মানবতা বিষয়ক কাজে অংশ নেয়ার ইচ্ছে কার না হয়? তবে কারো ক্ষেত্রে ইচ্ছাটা হয় প্রবল, কারো ক্ষেত্রে ইচ্ছাটা বুদবুদের মত, আসে আবার মিলিয়ে যায়। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন। সংখ্যাগুরু পলায়ন-বাদী মানুষের একজন হয়ে, সমাজ মুখী এবং মানবতা বিষয়ক কাজগুলো সচরাচর 'অন্যের কাজ" হিসেবেই রেখে দিয়েছি, কখনো ব্যস্ততার, কখনো অলসতার, কখনো আত্ম-নিমগ্নতার হাত ধরে।

LUSOM নামের এই ছোট দলটি এ বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে, সমাজ এবং সহমর্মিতা বিষয়ক কাজগুলোকে নিজের বলে মনে করেছে। এর জন্য কিছুটা সময় এবং শ্রম আলাদা করে রেখেছে। ওদের এই প্রজ্ঞা সাময়িক অর্জন বা মোহের কারণে নয়; বরং সামাজিক দায়বদ্ধতা, মানবিক-চেতনা এবং মূল্যবোধের তাগিদ থেকেই। আমার বিশ্বাস, এর সাথে হয়তো কিছুটা মায়া বা ভালোবাসাও জড়ানো থেকে থাকবে।

আমরা সবাই জানি প্রকৃতিতে যেমন সৌন্দর্য আছে, আছে নিষ্ঠুরতা। কিন্তু কতটুকু নিষ্ঠুরতা? প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা যে কত দুর্বিসহ হয়ে একজন মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাওয়া করতে পারে ক্যান্সার তারই উদাহরণ। আজ বিশ্ব জুড়ে মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ হিসেবে ক্যান্সারকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ক্যান্সারের রহস্য উন্মোচিত হতে শুরু করেছে মাত্র গত শতকের সত্তর-আশি দশক থেকে। আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণাগুলো যে কি পর্যায়ে চলে গেছে গত দুই এক দশকে সেটা দেখলেও অবাক হতে হয়। এর পরেও এটা দুঃখ জনক ভাবে সত্যি যে এতটা জানার পরেও আমরা এখনো ক্যান্সারের কার্যকরী চিকিৎসা বের করতে পারছি না। ক্যান্সার হয়তো আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারছি কিছুদিন, কিন্তু এর পরিপূর্ণ চিকিৎসা বের করতে পারবো কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।

সাম্প্রতিক সময়ে এদেশে বছরে যত মানুষ মারা যাচ্ছে তার প্রায় তিরিশ শতাংশই ক্যান্সারে। বছরে একলাখের বেশী মানুষের নতুন করে ক্যান্সার ধরা পড়ছে। একবার Diagnosed হওয়া মানে মৃত্যুর দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যাওয়া। দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যাওয়ার পর প্রতিটা দিন বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। প্রতিটা সূর্যোদয় আরো সুন্দর হয়ে ওঠে।

নিরন্তর গবেষণা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির আজকের অর্জন হচ্ছে, সময়মত ক্যান্সার Diagnose করা যাচ্ছে। মৃত্যুকে কিছুটা হলেও বিলম্বিত করা যাচ্ছে। যন্ত্রণার তীব্রতা কিছুটা হলেও কমানো যাচ্ছে। এই চা-চক্র, এরকম কিছু সংবেদনশীল আয়োজন, আমাদের সচেতনতার বিকাশ এবং ব্যাবহার এধরনের গবেষণাকে আরো বেশী সহায়তা দিতে পারে। এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

Chaos তত্বে Butterfly-Effect বলে একটা কথা আছে, ছোটো একটা প্রজাপতির পাখা বাতাসে যে স্পন্দন তোলে, সময়ান্তরে অনুকূল পরিবেশে তা একটা টাইফুন হয়ে ফিরে আসতে পারে। LUSOM এর এরকম ছোটো একটা স্পন্দন সময়ান্তরে টাইফুন হয়ে ক্যান্সার তাড়ানোর যুদ্ধে যে আমাদের সাহায্য করবেনা তাইবা কে বলতে পারে?

হতে পারে এক সময়ে আমাদেরই কেউ এই তিরিশ শতাংশের একজন হব। হতে পারে ব্যথার ওই দিনগুলিতে আমাদের মনে হবে LUSOM এর সেদিনের সেই আয়োজন আমাদের কথা মনে রেখেই। আমাদের জন্য বাড়তি কিছু সূর্যোদয় অনুভব করার সুযোগ করে দেবার জন্যই। সেদিনের সেই সহমর্মিতা আমাদের শেষ কিছু সময়কে সুন্দর করে দেবার জন্যই।

H. Uddin
Macquarie Fields